50180 - কতটুকু কষ্ট হলে ফরয নামায বসে পড়া জায়েয?

প্রশ্ন

কখন রোগীর জন্য নামায বসে পড়া জায়েয। কেননা হতে পারে তিনি দাঁড়ানোর ধকল নিতে পারেন; কিন্তু তীব্র কষ্ট হয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইতিপূর্বে 50684 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়াম (দাঁড়ানো) ফরয নামাযের একটি রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম সে বসে নামায পড়লে শুদ্ধ হবে না। এই রুকনটি নামাযের অন্য ওয়াজিবসমূহের মত ওজর থাকলে মওকুফ হয়ে যায়।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৪/২০১) বলেন:

"উম্মাহ এই মর্মে ইজমা করেছে— যে ব্যক্তি ফরয নামাযে দাঁড়াতে অক্ষম সে বসে নামায পড়বে; তাকে নামায পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াব থেকে তার সওয়াব কম হবে না। কেননা সেই ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহিহ বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে আমল করত তার জন্য তাই লেখা হবে।'[সমাপ্ত]

দাঁড়ানো মওকুফ হওয়া ও বসে ফরয নামায আদায় করা সংক্রান্ত ওজরের মূলনীতি:

১। দাঁড়াতে অক্ষম হওয়া।

২। রোগ বেড়ে যাওয়া।

৩। আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হওয়া।

৪। এত তীব্র কষ্ট হওয়া যে, নামাযের খুশু নষ্ট করে দেয়; যদি এর চেয়ে কম কষ্ট হয় তাহলে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না।

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: 'আমার অর্শ রোগ ছিল। সে প্রসঙ্গে আমি নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযরে ব্যাপারে জজ্ঞিসে করছেলিাম। তনিি বললনে: তুমি দাঁড়য়িে নামায পড়বে; যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে পড়বে। যদি বসতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে।’[সহহি বুখারী (১১১৭)]

হাফযে ইবনে হাজার বলনে:

“হাদসিরে ভাষ্য: ‘যদি দাঁড়াতে না পার’ -এর মাধ্যমে ঐ সকল আলমে দললি দনে যারা বলনে যে, দাঁড়াতে অক্ষম না হলে বসা যাবে না। কাযী ইয়ায এটি ইমাম শাফয়েি থকেে বর্ণনা করছেনে। ইমাম মালকে, আহমাদ ও ইসহাক্ব থকেে বর্ণতি আছে যে, সক্ষমতা শূণ্য হওয়া শর্ত নয়; বরং কষ্ট পাওয়াই যথষ্টে। শাফয়েি মাযহাবরে সুবদিতি অভমিত হলো: সক্ষমতা না থাকা দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে— দাঁড়াতে তীব্র কষ্ট হওয়া কংিবা রোগ বড়েে যাওয়া কংিবা মৃত্যুর আশংকা করা; কঞ্চিৎি কষ্ট হওয়া যথষ্টে নয়। তীব্র কষ্টরে মধ্যে পড়বে: জাহাজে আরোহী দাঁড়য়িে নামায পড়লে মাথা ঘুরানো এবং ডুবে যাওয়ার আশংকা করা।

জমহুররে অভমিতরে পক্ষে প্রমাণ করে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদসি যা তাবারানী সংকলন করছেনে: ‘সে দাঁড়য়িে নামায পড়বে। যদি তাতে কষ্ট হয় তাহলে বসে পড়বে। যদি তাতে কষ্ট হয় তাহলে শুয়ে পড়বে।’[ফাতহুল বারী থকেে সমাপ্ত]

ইবনে আব্বাসরে যে হাদসিটি ইবনে হাজার উল্লখে করছেনে সটেি আল-হাইছামী তাঁর ‘মাজমাউয যাওয়ায়দে’ গ্রন্থে (২৮৯৭) উল্লখে করে বলনে: ‘হাদসিটি তাবারানী ‘আল-আওসাত’ গ্রন্থে বর্ণনা করে বলছেনে: ইবনে জুরাইজ থকেে হাদসিটি হালস বনি মুহাম্মদ আদ-দাবাঈ ছাড়া আর কউে বর্ণনা করনেি। আমি (হাইছামী) বললাম: কউে তার পরচিয় লখিছেনে মর্মে আমি পাইনি। অন্য বর্ণনাকারীগণ ছকিাহ (নর্িভরযোগ্য)।[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ (১/৪৪৩) বলনে:

“যদি তার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়; কন্িতু সে রোগ বড়েে যাওয়া, কংিবা সুস্থতা বলিম্বতি হওয়া কংিবা তীব্র কষ্ট হওয়ার আশংকা করে— তাহলে সে ব্যক্তি বসে নামায পড়বে। এমন কথা ইমাম মালকে ও ইসহাক্ব বলছেনে; আল্লাহ্ তাআলার বাণী: “তনিি দীনরে ক্ষত্রেে তোমাদরে উপর কোনো কষ্ট আরোপ করনেি” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮]-এর প্রক্ষেতিে। আর এই অবস্থায় দাঁড়য়িে নামায পড়ার দায়ত্বিারোপরে মধ্যে কষ্ট রয়ছে।ে কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ডান পার্শ্ব যখন জখম হয়ছেলি তখন তনিি বসে নামায পড়ছেলিনে। বাহ্যতঃ বুঝা যায়, তনিি বলিকুল দাঁড়াতে সক্ষম ছলিনে না; এমনটি নয়। কন্িতু দাঁড়াতে তাঁর কষ্ট হচ্ছলি। তাই দাঁড়ানো তাঁর থকেে মওকুফ হয়ছে।ে”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’-তে (৪/২০১) বলনে:

“আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলনে: অক্ষমতার ক্ষত্রেে দাঁড়াতে না-পারা শর্ত নয় এবং কঞ্চিৎিকর কষ্ট হওয়াও যথষ্টে নয়। বরং ধর্তব্য হলো স্পষ্ট কষ্ট। যদি কউে তীব্র কষ্ট কংিবা রোগবৃদ্ধি কংিবা এ ধরণরে কছিুর ভয় করে কংিবা জাহাজরে আরোহী পানতিে পড়ে যাওয়া কংিবা মাথা ঘুরানোর আশংকা করে— তাহলে বসে নামায পড়বে এবং নামাযটি পুনরায় পড়তে হবে

না। ইমামুল হারামাইন বলনে: অক্ষমতাকে বধিবিদ্ধ করার ক্ষত্রেে আমার মত হলো: দাঁড়ানোর প্রক্ষেতিে এমন কষ্ট হওয়া যা নামাযরে খুশু (মনোযোগ) নষ্ট করে দয়ে। কনেনা খুশু নামাযরে মূল উদ্দশ্যে।"[সমাপ্ত]

ইমামুল হারামাইন যা নর্িবাচন করছেনে শাইখ উছাইমীন সটোকইে প্রাধান্য দয়িছেনে। তনিি বলনে: কষ্টরে বধিি হলো— যার মাধ্যমে খুশু নষ্ট হয়। খুশু হচ্ছে অন্তররে উপস্থতিি ও স্থতিশিীলতা। যদি দাঁড়ালে তীব্র আতঙ্কে থাকে, মন স্থতিশিীল না হয় এবং তীব্র কষ্টরে কারণে কামনা করে য,ে সূরা ফাতহিার শষে পর্যন্ত পৌঁছলে রুকু করে ফলেব:ে তাহলে এই ব্যক্তরি জন্য দাঁড়ানোটা কষ্টকর। তনিি বসে নামায পড়বনে।"[আল-শারহুল মুমতি (৪/৩২৬) থকেে সমাপ্ত]